NADIA SHIBPUR SAI SADGURU SAMITY

কালান্তর

27 TH FEBRUARY 2009
KALANTAR DAILY, KOLKATA

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় সত্তরোর্ধ কুষ্ঠরোগীর নিরাময়

প্রবীরকুমার বসু, কৃষ্ণনগর : নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া ব্লকের অন্তর্গত শিবপুর চাঁদের ঘাট।

গ্রামে কুষ্ঠ, টিবি, সাপেকাটা, প্রসূতি মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আজও কুষ্ঠ রোগ শুনলে মানুষ তার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। সামাজিক বয়কট করা হয় এডস, কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগীদের। এই গ্রামেই মানুষের সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছে গরিব কৃষক ও খেতমজুর ঘরের ছেলেদের তৈরি নদীয়া শিবপুর সাঁই সদগুরু সমিতি নামে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০০৬ সালে গ্রামে যে স্বাস্থ্য শিবির হয়, সেখানে ডঃ অজিত রায় তিনজন রোগীর শরীরে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে অতি গোপনে ঐ তিনজন রোগীকে তেহট্টে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তেহট্টের চিকিৎসক পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করেন তিন জনই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। সামাজিক গোপনীয়তার কারণে দুজনের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। আর তৃতীয় জন হলেন সত্তরোর্ধ কমলাবালা জোয়ার্দার। প্রথম দুজনের বয়স অল্প হওয়ায় এবং প্রথম পর্যায়ে শনাক্ত হওয়ায় ১ মাসের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠে। শ্রীমতী জোয়ার্দারের রোগ শেষ পর্যায়ে শনাক্ত করা হয়। তাই ডাক্তারবাবু ১ বছরের এম টি ডি কোর্স প্রেসক্রিপশনে লিখলেও মুখে বলেন যে, এই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এছাড়া এমনই একটি পর্যায় যে, এই রোগীর পাশে বসবাস করাও খুব কঠিন। একদিকে সহায় সম্বলহীন পরিবার, একবেলা জোটে তো আর একবেলা জোটে না, তার ওপর রয়েছে সামাজিক বয়কটের ভয়। চার দিক থেকে প্রতিকূলতার হাতছানি। এমতাবস্থায় সমাজ থেকে বাঁচানোর জন্য এক নিকট আত্মীয়ের ঠিকানা দিয়ে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সদর হাসপাতালের আর্টটুডোরের ডাক্তার অরিজিৎবাবু বিনামূল্যে এক বছরের এম টি ডি কোর্সের ব্যবস্থা করলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন উপযুক্ত খাদ্য না পেলে এই রোগীকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এবার শুরু হয় সমিতির সমাজকে গোপন রেখে রোগীকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা। একদিকে আর্থিক অভাব অপর দিকে মৃত্যুর হাতছানি। সমিতির নিরক্ষর, নিঃস্ব দিনমজুর সদস্যরা তাদের সারাদিনের পরিশ্রমের মজুরি তুলে দেয় সমিতির সম্পাদকের হাতে এই অসহায় কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা ও খাদ্যের জন্য। তিন মাস যেতে না যেতেই কোনও অজ্ঞাত কারণে পাড়া পড়শির মধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এই রোগের কথা। যে কারণে নাকাশিপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসা না করিয়ে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো হয়। সেই গোপনীয়তা বজায় রাখা যায়নি।

এবার শুরু হয় সমাজের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই। বিগত এক বছরের লড়াইয়ে এই প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে অনেকটাই বোঝানো সম্ভব হয়, কুষ্ঠ ছোঁয়াচে রোগ নয়, কুষ্ঠ রোগীকে ঘৃণা করা উচিত নয় এবং চিকিৎসায় কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হয়। সমাজ, রোগ ও অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে ঐকান্তিক দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করেছে নিরক্ষর দিন মজুর ও কৃষকদের গঠিত এই সমিতি। সত্তরোর্ধ কমলাবালা জোয়ার্দার আজ কুষ্ঠমুক্ত সুস্থ জীবন যাপন করছেন।

৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর তিরোধান দিবস এবং এই দিবসটি বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস হিসেবেও পালিত হয়। এই দিন শিবপুর গ্রামে সমিতির আয়োজিত একসভায় নদীয়া জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ অরিজিত চক্রবর্তী ও জোনাল লেপ্রসি অফিসার উপস্থিত থেকে এই বৃদ্ধার হাত থেকেই রসগোল্লা খান এবং উপস্থিত সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীদের ঐ বৃদ্ধার হাত থেকেই মিষ্টি খেতে বলেন। ডঃ চক্রবর্তী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রামবাসীকে বলেন, ৭৫ বছর বয়সী একটি মানুষকে যে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায়, সেটা স্বাস্থ্য বিভাগের একটি বড় সাফল্য। তাছাড়া এই রোগী শুধু ওষুধ পেলেই সুস্থ হতেন না। দরকার ছিল উপযুক্ত পথ্যের আর সেই পথ্য সরবরাহ করেছে এই সমিতি। তাই তিনি সমিতির সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং বলেন কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হলে সেই মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন। সমিতির সম্পাদক প্রভাত জোয়ার্দার তাঁদের এই কাজে সাফল্য আসায় এবং সমাজকে সংস্কার মুক্ত করায় তিনি খুব সন্তুষ্ট।

NADIA SHIBPUR SAI SADGURU SAMITY